ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ওয়েভস

টিআইবি নিউজলেটার

বর্ষ ১৯, সংখ্যা-২, এপ্রিল-জুন ২০১৫

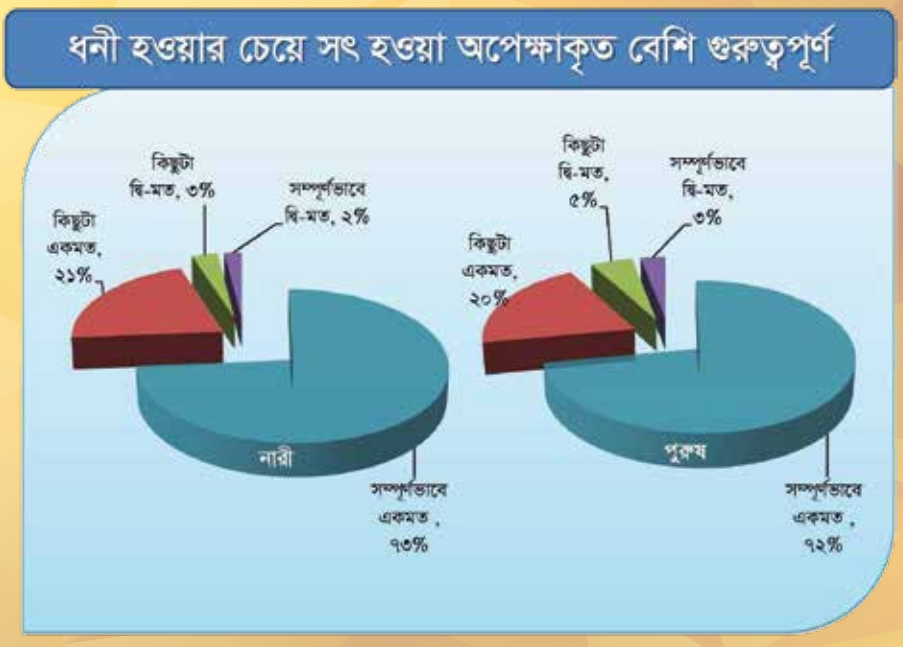

ভেতরের পাতায়

⊙ রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশ দূষণ রোধে টিআইবি'র সুপারিশ

⊙ তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়, নির্বাচনী আইন সংস্কারের সুপারিশ টিআইবি'র

⊙ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট বিষয়ে টিআইবি'র ১১ দফা সুপারিশ

⊙ টিআইবি-জেইউডিও জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৫ অনুষ্ঠিত

⊙ দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম বেগবান করতে দুদক ও টিআইবি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

সম্পাদকীয়

সততার আলোয় উদ্ভাসিত হোক যুব সমাজ

আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি অর্জনের পেছনে যুব সমাজের অতীতের গৌরবদীপ্ত ভূমিকা এবং যে কোনো ক্রান্তিকালীন সময়ে তাদের তারুণ্যদীপ্ত উপস্থিতি আমাদেরকে এখনও আশাবাদী করে তোলে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৯০'র গণঅভ্যুত্থান সর্বোপরি যুদ্ধাপোরাধীদের বিচারের দাবিতে যুব সমাজের অহিংস আন্দোলন জাতীয় জীবনে প্রেরণার উৎস। যুবরাই দেশের চালিকাশক্তি। একবিংশ শতাব্দীতে যুবদের শ্রম, মেধা ও প্রাণশক্তির যথাযথ ব্যবহারই একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে।

আমাদের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই যুব। আর তাই জাতীয় জীবনের আদর্শিক উচ্চতার লক্ষ্যগুলো অর্জনে এই বিশাল জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু সহায়ক পরিবেশ, প্রতিবেশ ও সুযোগের অভাবে তারুণ্যদীপ্ত এই বিশাল সম্ভাবনাময় যুব সমাজের একাংশ আজ তাদের দ্যুতি হারাতে বসেছে। বিদ্যমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং দুর্নীতির সর্বব্যাপী উপস্থিতি আমাদের তরুণ সমাজকে বিপথগামী করছে।

দুর্নীতির করাল গ্রাসে অনেক আশাবাদি যুবককেও আজ হতাশ হতে দেখা যাচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্য হয়ে অন্যায় পথে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্নে নিমগ্ন, এমন যুবকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। অবৈধ লেনদেন থেকে শুরু করে, নানারকম অপরাধ কর্মের সাথে-নিজেদের সম্পৃক্ত করতে দ্বিধা করছে না আজ যুব সমাজের কিছু অংশ। আর এই কিছু সংখ্যক যুবকের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত এক বিশাল সংখ্যক তরুণ, হতাশ হয়ে পড়ছে অনেকেই।

তবে, এতসব সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমরা আশাবাদী হয়ে উঠি, ৩০ জুন টিআইবি কার্যালয়ে প্রকাশিত 'জাতীয় যুব সততা জরিপ ২০১৫' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল দেখে। যেখানে যুবদের প্রায় সবাই সততার অভাবকে দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের জন্য একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে; কখনো দুর্নীতি করে না, কোন পরিস্থিতিতেই ঘুষ নেয়ও না, দেয়ও না এমন একজন মানুষকে প্রায় ৯৮% যুবক সৎ বলে; ধনী হওয়ার চেয়ে সৎ হওয়াকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং অসৎ ব্যক্তির চেয়ে সৎ ব্যক্তির জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করে বেশীর ভাগ যুবক।

একইসাথে দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা ও শাস্তি থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতি বন্ধ করতে না পারার ব্যর্থতাসহ যুবদের মধ্যে সততার প্রসার ও চর্চার বিষয়টিকে জাতীয় জীবনে ছড়িয়ে দিতে না পারার কারণে জরিপের ফল অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই যে, সততা সম্পর্কে জোরালো নৈতিক ধারণা থাকা সত্ত্বেও যুবদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সততা বিসর্জন দিতে বা সমঝোতা করতে রাজি আছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা দুর্নীতি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে এবং অভিযোগ করতে আগ্রহী নয় এমন ৬২% যুবক মনে করে এ ধরনের অভিযোগে কোনো কাজ বা ফল হবে না।

আর তাই আমাদের এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা আসলে যুব সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যেতে চাই আর জাতির ভবিষ্যৎ প্রকৃত অর্থে কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে, এ থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের কী করা উচিৎ বা কোন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। আমরা বিশ্বাস করি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষসহ সকলের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ ইচ্ছাশক্তির প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমেই নতুন যুগের সূচনা হতে পারে।

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশ দূষণ রোধে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি'র ১২ দফা সুপারিশ

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প দু'টিতে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে বিভিন্ন অনিয়ম এবং জমি অধিগ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতিসহ বিরাজমান সুশাসনের ঘাটতিজনিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ১২ দফা সুপারিশ তুলে ধরেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। গত ১৬ এপ্রিল টিআইবি'র ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প: ভূমি অধিগ্রহণ ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ হোসেন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭ অনুযায়ী লাল তালিকাভুক্ত প্রকল্পের জন্য এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ইআইএ) গাইডলাইন ফর ইন্ডাস্ট্রিজ ১৯৯৭ অনুসরণপূর্বক নির্মোহভাবে প্রকল্পভিত্তিক পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রণয়নের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু রামপাল এবং মাতারবাড়ি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদনে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় নি। সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রামপাল প্রকল্পের ইআইএ করেছে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জাপানি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ি প্রকল্পে ইআইএ করেছে একটি জাপানি প্রতিষ্ঠান, যার ফলে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে স্বার্থের সংঘাতের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। রামপালের ইআইএ সম্পাদনে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি) এবং ন্যাশনাল থারমাল পাওয়ারপ্ল্যান্ট কোম্পানী লিমিটেড (এনটিপিসি) এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে, যা নিরপেক্ষতার মানদন্ডে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা বা ফাঁকা জায়গা না হলেও এসব জায়গায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিবেশগত ছাড়পত্র দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর, যা নিয়মবহির্ভূত। এমনকি রামপাল প্রকল্পের ক্ষেত্রে বন বিভাগের মতামত গ্রহণ না করারও অভিযোগ রয়েছে। রামপাল প্রকল্পে ইআইএ সম্পাদনের আগেই শর্ত ভঙ্গ করে মাটি ভরাটসহ অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে

কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলনের প্রতিটি স্তরেই অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রকল্পগুলোতে প্রতিটি ফাইল প্রসেসিং-এ নিয়ম-বহির্ভূতভাবে মোট ক্ষতিপূরণের ৩%-১০% পর্যন্ত অগ্রিম ঘুষ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। ক্ষতিপূরণ প্রদানে প্রশাসনের একাংশ সরাসরি দুর্নীতির সাথে জড়িত এমন তথ্য পাওয়া গেছে। দায়িত্ব প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে চিংড়ি ঘেরের ইজারার ক্ষতিপূরণ অতিমূল্যায়িত করে ইজারাদার নয় এমন ব্যক্তিরাও ক্ষতিপূরণের টাকা উত্তোলন করেছে। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। অন্যদিকে উভয় প্রকল্পের বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান ও নির্যাতন করা হয়েছে। ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পেয়ে জমি থেকে উচ্ছেদ ও প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে অনেকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অজুহাতে মামলা করা হয়েছে এবং পুলিশের ভয়ে অনেকে পলাতক জীবন যাপন করছে। অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সময়মতো ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তরা দিনদিন দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে নিমজ্জিত হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

রামপাল ও মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি উত্থাপিত ১২ দফা সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- রামপাল ও মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে

করণীয় নির্ধারণ; ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে মূল্য নির্ধারণ, উপদেষ্টা পর্ষদ ও পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি গঠনের মাধ্যমে রামপাল ও মাতারবাড়ি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ পুনঃনির্ধারণ; নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপ পূর্বক এ দুটি প্রকল্পের সকল ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রণয়ন এবং নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণসহ বিস্তারিত জনসম্মুখে প্রচার; ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ শাখা কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিসের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা; প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ পাওয়া ও পুনর্বাসনের বিষয়ে অভিযোগ জানানো এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা এবং প্রকল্পগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ঘটনা তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণ সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

সম্প্রতি সমাপ্ত তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় নির্বাচনী আইন সংস্কারের সুপারিশ টিআইবি'র

প্রার্থী কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয় সীমার অতিরিক্ত নির্বাচনী খরচ, ব্যাপকহারে নির্বাচনী আইন লঙ্ঘণ এবং তা প্রতিরোধে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার জন্য এপ্রিল মাসের তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা যায় না বলে মনে করছে টিআইবি। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আইনের সংস্কার ও হালনাগাদের সুপারিশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। ১৮ মে টিআইবি'র ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে 'ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। অধিকাংশ প্রার্থীর বিভিন্ন আচরণবিধি লঙ্ঘণ, প্রার্থী কর্তৃক অনুমোদিত সীমার তিনগুণের বেশী ব্যয় এবং নির্বাচন কমিশনের দৃঢ় ভূমিকার অভাব ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষপাতিত্বে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী একটি প্রার্থীর নির্বাচনে প্রতিযোগিতার মনোভাবের ঘাটতির কারণে গত ২৮ এপ্রিল সমাপ্ত তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বলে গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনের সারাংশ উপস্থাপন করেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. রেযাউল করিম। উক্ত গবেষণায় আরো সংযুক্ত ছিলেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার দিপু রায় ও তাসলিমা আক্তার। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি।

তিনটি সিটি কর্পোরেশনের ১৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি ওয়ার্ডকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা এলাকা নির্ধারণ করে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ৯ জন মেয়র এবং ১০১ জন সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থীর উপর গবেষণাটি পরিচালনা করা হয় তবে এই গবেষণার পর্যবেক্ষণ সকল প্রার্থী ও কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকা উত্তরের জন্য নির্ধারিত ৫০ লক্ষ টাকা সীমার বাইরে তিনজন মেয়র প্রার্থী ২০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেছেন। ঢাকা দক্ষিণের

তিনজন মেয়র প্রার্থী অনুমোদিত ৩০ লক্ষ টাকার সীমার বিপরীতে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করেন। অন্যদিকে চট্টগ্রামের তিনজন মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ থেকে ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের চিত্র উদঘাটিত হয়েছে, যদিও এখানে অনুমোদিত ব্যয়ের সীমা ছিল ৩০ লক্ষ টাকা।

ঢাকা উত্তরের মেয়র প্রার্থীরা গড়ে ২.৭ কোটি টাকা, ঢাকা দক্ষিণের মেয়র প্রার্থীরা গড়ে ২.২ কোটি টাকা এবং চট্টগ্রামের মেয়র প্রার্থীরা গড়ে ২.৭ কোটি টাকা নির্বাচনে ব্যয় করেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা ঢাকায় গড়ে যথাক্রমে ১৫.৯৫ লক্ষ টাকা এবং ৮.২৬ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রামে যথাক্রমে ১৬.৫৮ লক্ষ এবং ১১.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। উল্লেখ্য, হলফনামায় মেয়র প্রার্থীদের মাসিক আয় ৪.৫৬ লক্ষ থেকে ১.২২ কোটি, কাউন্সিলরা ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার থেকে ৭১.৫০ লক্ষ এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলরা ৫ হাজার থেকে ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। অন্যদিকে নয় জন মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে তিনজন এবং ১০১ জন সাধারণ কাউন্সিলরদের মধ্যে ৩০ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা রয়েছে। পক্ষান্তরে সংরক্ষিত কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই।

গবেষণায় বিভিন্ন পর্যায়ের ৮৭২ জন তথ্য দাতার কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী দলীয় সমর্থন পেতে চট্টগ্রামের মেয়র প্রার্থীদের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা থেকে ৭ কোটি টাকা সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, দলীয় তহবিল এবং ঊর্ধ্বতন রাজনৈতিক নেতাদেরকে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মেয়র প্রার্থীদের

পক্ষে এই অবৈধ অর্থ প্রদানে প্রার্থী নিজে ছাড়াও অর্থদাতা হিসেবে স্থানীয় ঠিকাদার, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একাংশ জড়িত ছিলেন। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীরা উভয় ক্ষেত্রেই ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেছেন।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা তাঁর বক্তব্যে বলেন, আইনে নির্দলীয় নির্বাচনের কথা বলা হলেও বাস্তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হয়। এই দ্বৈততার কারণেই নির্বাচনে নানা অনিয়ম দেখা যায়। এক্ষেত্রে নির্বাচনী আইনটি পরিবর্তন করে দলীয় করা যেত পারে, যাতে দলীয় প্রার্থী ছাড়া অন্য কেউ মনোনয়ন না পায়। এতে আর্থিক অনাচার ও অনিয়মের সুযোগ কমে আসবে। এছাড়া এই নির্বাচনে সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদ ছাড়া সাধারণ আসনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল না, যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। তিনি সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) প্রবর্তনের দাবি জানান।

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এই নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমোদিত নির্বাচনী ব্যয়ের তুলনায় সাত, এগারো বা একুশ গুণ বেশি অর্থ ব্যয়িত হয়েছে। নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘণ করে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

গবেষণার সুপারিশে খাত অনুযায়ী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, নির্বাচনী ব্যয় পরিবীক্ষণের বিধান এবং ব্যয় সংক্রান্ত দাখিলকৃত রির্টান যাচাই বাছাই এবং প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিতকল্পে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনী আইনের ব্যাপক সংস্কার ও তা হালনাগাদের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সাথে প্রচারণায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকে নির্বাচনী বিধির আওতায় আনার সুপারিশ করে যোগ্যতা ও দৃঢ়তার সাথে দায়িত্বপালনে সক্ষম ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের জোর দাবি জানায় টিআইবি।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট বিষয়ে টিআইবি'র ১১ দফা সুপারিশ

বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, উন্মুক্ততা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১১ দফা সুপারিশ উত্থাপন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ৩১ মে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কৃচ্ছতা, দক্ষতা ও কার্যকরতার মাধ্যমে জনগণের অর্থের সর্বোৎকৃষ্ট সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "জাতীয় বাজেট রাষ্ট্র ও সরকারের নীতি কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। বর্তমান সরকার প্রণীত সকল উল্লেখযোগ্য নীতিমালার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার- যেমনটি করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী ভিশন ২০২১, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বা নির্বাচনী অঙ্গীকারে। অন্যদিকে বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা ছাড়া কাঙ্খিত টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।"

তিনি বলেন, "গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, বৈষম্য নিরসণ তথা মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা উপেক্ষা করে উন্নয়ন ও মধ্যম আয়ের দেশের তালিকাভুক্তির স্বপ্ন আপাত দৃষ্টিতে সম্ভব বিবেচিত হলেও স্থায়িত্বের সম্ভাবনার মাপকাঠিতে তা স্বপ্ন বিলাস হিসেবে রূপান্তরিত হবার ঝুঁকি রয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু দরিদ্র, বৈষম্যের শিকার ও সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে আসন্ন ২০১৫-১৬ জাতীয় বাজেটে অধিকতর প্রাধান্য দিতে হবে। বিশেষ করে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, নারী-শিশু-যুব উন্নয়ন, ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকির মুখোমুখি জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।"

টিআইবি'র পক্ষ থেকে উপস্থাপিত সুপারিশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জাতীয় ও স্থানীয় বাজেট নির্ভর সকল প্রকার সরকারি ক্রয়, কর সংগ্রহ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে একটি সমন্বিত অনলাইন ভিত্তিক পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা; জাতীয় বাজেটের সকল তথ্য স্বপ্রণোদিত, পরিপূর্ণ, ব্যাপক, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করা, বিশেষত প্রতিরক্ষাসহ যেকোনো খাতের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম জনস্বার্থের পরিপন্থী; বাজেট বক্তৃতায় সরকারি ব্যয়, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা নিশ্চিতের লক্ষে বিশেষ আইন প্রণয়ণের প্রস্তাব থাকা এবং থোক বরাদ্দ নিরুৎসাহিত করে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী/প্রকল্পে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

উল্লেখ্য এক পত্রের মাধ্যমে ৩১ মে টিআইবি'র উল্লিখিত ১১ দফা সম্বলিত সুপারিশ মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত এমপি এর কাছে প্রেরিত হয় এবং একইসাথে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা বেগম রওশন এরশাদ এমপি এর আমন্ত্রণে তাঁর দপ্তরে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সততা সম্পর্কে যুবদের ধারণা স্বচ্ছ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সততা প্রতিষ্ঠায় যুবদের ভূমিকা অন্তর্ভুক্তির দাবি টিআইবি'র

দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা, শাস্তি থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতি বন্ধ, যুবদের মধ্যে সততার প্রসার ও চর্চার বিষয়টিকে জাতীয় যুব নীতিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়াসহ ছয় দফা সুপারিশ তুলে ধরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সততা প্রতিষ্ঠায় যুবদের ভূমিকা অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। ৩০ জুন টিআইবি কার্যালয়ে 'জাতীয় যুব সততা জরিপ ২০১৫' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে এ সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মনজুর-ই-খোদা এবং শাম্মী লায়লা ইসলাম। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান।

বহুমুখী স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে সততা ও দুর্নীতি সম্পর্কে যুবদের ধারণা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী নিরূপণ করা, বিভিন্ন সেবা খাতে যুবদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা, দুর্নীতি প্রতিরোধে যুবদের জ্ঞান, আগ্রহ ও অঙ্গীকারের মাত্রা যাচাইয়ের লক্ষ্যে জরিপটি ২০১৫ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ৭ মে সময়ের মধ্যে পরিচালিত হয়। এই জরিপে ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের ব্যক্তিদের যুব হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। জরিপে বাংলাদেশের ৬৪ জেলা থেকে ৩১টি জেলার মোট ৩,৬৫৬ জন তথ্যদাতার অভিমত সন্নিবেশিত হয়। এসব উত্তরদাতাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ হলো নারী।

জরিপের ফল অনুযায়ী, যুবদের প্রায় সবাই সততার অভাবকে দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের জন্য একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কখনো দুর্নীতি করে না, কোন পরিস্থিতিতেই ঘুষ নেয়ও না, দেয়ও না এমন একজন মানুষকে প্রায় ৯৮% যুব সৎ বলেছে। অধিকাংশ যুবরাই ধনী হওয়ার চেয়ে সৎ হওয়াকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে। অসৎ ব্যক্তির চেয়ে সৎ ব্যক্তির জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী বলে জরিপে বেশীর ভাগ যুবরা একমত পোষণ করেছে। আবার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় পাস

করা/ গুরুত্বপূর্ণ কোনো চাকরি পাওয়ার জন্য ব্যর্থ হতে পারেন জেনেও কোন প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না বরং সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলে মনে করেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ৭৩% নারী ও ৬৫% পুরুষ। জরিপে অন্য একটি প্রশ্নে কোনো আত্মীয় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ভাল কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি দিতে চাইলে বেশীরভাগ যুবই সরাসরি না বলবেন বলে জরিপে জানানো হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী-দুর্নীতি দমন ও সততা প্রতিষ্ঠায় যুবদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে ৮২% যুব মতামত দিয়েছে। অধিকাংশ যুবরাই (৮০%) দুর্নীতির মুখোমুখি হলে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করবেন এমন অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। বেশিরভাগ যুব জানিয়েছে পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীরা সততার ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে তাদের প্রভাবিত করে।

সার্বিকভাবে সততা সম্পর্কে যুবদের ধারণার মাত্রা বেশ স্বচ্ছ হলেও বাস্তবে সততা চর্চার ক্ষেত্রে যুবদের একটি বড় অংশের মধ্যে বিপরীত বা নেতিবাচক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। দেশের বিদ্যমান দুর্নীতিবিরোধী আইন-কানুন, বিধিমালা সম্পর্কে জানেন মাত্র ১% এবং ৫৮% কিছুই জানে না বা তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

জরিপের ফল অনুযায়ী, সততা সম্পর্কে জোরালো নৈতিক ধারণা থাকা সত্ত্বেও যুবদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সততা বিসর্জন দিতে বা সমঝোতা করতে রাজি আছে, অনেক ক্ষেত্রে তারা দুর্নীতি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। যারা অভিযোগ করতে আগ্রহী নয় তাদের মধ্যে ৬২% যুব মনে করে এ ধরনের অভিযোগে কোনো কাজ বা ফল হবে না।

রাজনীতি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে, একইসাথে সরকারি সেবা খাতগুলোকে তারা বেসরকারি সেবা খাতগুলোর তুলনায় বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মনে করছে।

গবেষণার ছয় দফা সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- দুর্নীতি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা বাস্তবিক অর্থে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এর মাধ্যমে তরুণদের সামনে এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করা; শাস্তি থেকে অব্যাহতির সংস্কৃতি বন্ধ করা, যুবদের মধ্যে সততার প্রসার ও চর্চার বিষয়টিকে জাতীয় যুব নীতিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে এর কার্যকর বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সততা প্রতিষ্ঠায় যুবদের ভূমিকা ও কর্মকৌশল গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা। এছাড়া যুবদের জন্য দুর্নীতির অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা; পাঠ্যক্রমে বিদ্যমান সততা ও দুর্নীতি দমন বিষয়ক শিক্ষা আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা; যুবদের মাঝে সততা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সকল অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচি ও প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ ছিল অপরাপর সুপারিশের অন্তর্ভূক্ত।

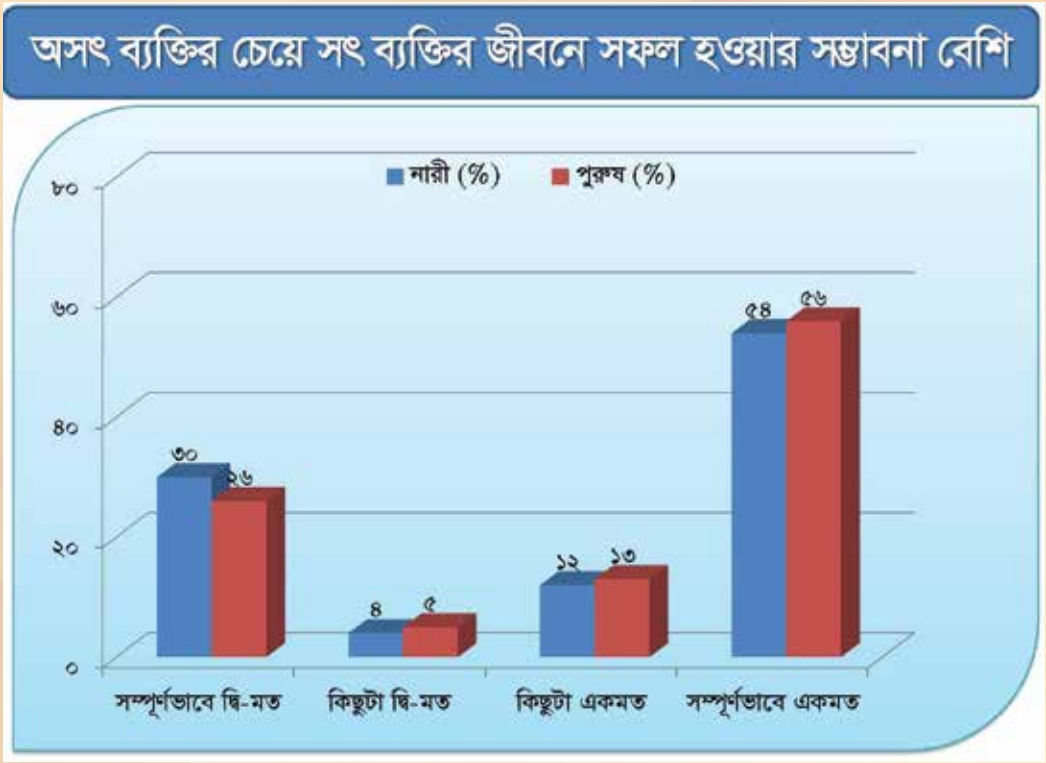

জাগ্রত বিবেক, দুর্জয় তারুণ্য-দুর্নীতি রুখবেই
চার দিনব্যাপি টিআইবি-জেইউডিও জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৫ অনুষ্ঠিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে এক ঝাঁক তরুণ মেতেছিল যুক্তির লড়াইয়ে। দুর্নীতি প্রতিরোধ, সুশাসন আর দেশ প্রেম যেন নতুন মাত্রা পেল এই মঞ্চে। জাগ্রত বিবেক, দুর্জয় তারুণ্য-দুর্নীতি রুখবেই এই শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে অনুষ্ঠিত টিআইবি-জেইউডিও জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৫ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মুক্তমঞ্চ থেকে তরুণরা ঘোষণা করেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের কঠোর অবস্থানের।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেট অর্গানাইজেশন (জেইউডিও) এর আয়োজনে এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর সার্বিক সহযোগিতায় চার দিনব্যাপি টিআইবি-জেইউডিও জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্কুল পর্যায়ে দেশের ২১টি প্রতিষ্ঠান এর ৩২টি দল, ১৫টি কলেজ এর ২২টি দল এবং ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪৬টি বিতার্কিক দল অংশগ্রহণ করেছে। দেশের সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় সাড়ে তিনশতাধিক বিতার্কিক এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধিত হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তিনটি আলাদা বিভাগে অর্থাৎ ৫ম আন্তঃস্কুল, ৫ম আন্তঃকলেজ ও ৯ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় বিতার্কিকেরা অংশগ্রহণ করেছেন। এশীয় সংসদীয় ধারায় অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রতিযোগীরা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। নৈতিকতা, তথ্য অধিকার, নির্বাচনী সংস্কার, নারী অধিকার, মানবাধিকার, সুশাসন ও দুর্নীতি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, টেকসই উন্নয়ন, শান্তি ও দ্বন্দ্ব, জলবায়ু পরিবর্তন, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিপাদ্যের ওপর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ প্রতিযোগিতায় স্কুল পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল খুলনা জিলা স্কুল এবং রানার আপ দল আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল। এ পর্যায়ে একই সাথে সেরা বিতার্কিক ও শ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার অর্জন করে খুলনা জিলা স্কুলের মাহ্‌দী মুশফিক আমান। কলেজ পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ এবং রানার আপ দল ঢাকা কমার্স কলেজ। এ পর্যায়ে ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ এর শামসাদ নাভিয়া নভেলী সেরা বিতার্কিক ও শ্রেষ্ঠ বক্তার পুরস্কার অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সেরা বিতার্কিক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর আহমাদ রাশিক ফাইয়াজ ও শ্রেষ্ঠ বক্তা একই প্রতিষ্ঠানের তৌহিদুর রহমান তুরাগ। এ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রানার আপ দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্যে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ডিবেট অর্গানাইজেশন এর আহ্বায়ক সাব্বির আহমেদ বলেন, "টিআইবি'র সহযোগিতায় জুডো আয়োজিত এবারের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বিবেককে জাগ্রত করবো, কারণ আমরা তরুণ, আমাদের এই তারুণ্যের শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের সকল কলুষতা দুর করার ক্ষেত্রে আমরা ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবো।"

জেইউডিও'র উপদেষ্টা এবং পরিচালক- ছাত্র কল্যাণ ও পরামর্শ কেন্দ্র, অধ্যাপক ড. রাশেদা আক্তার তাঁর বক্তব্যে বলেন, "বিতর্ক প্রতিযোগিতা হচ্ছে 'যুক্তির সাথে যুক্তির লড়াই'। বিতর্কের মাধ্যমে বিতার্কিকগণ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক করার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। বিতর্কের বিষয় হিসেবে শুধু দুর্নীতি নয়, এর পাশাপাশি নানান ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন দেশে যে শোষণ প্রক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে যেমন, নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ডগুলোকেও বিতর্কের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এর মাধ্যমেই কিভাবে আমরা একটা সুস্থ সুন্দর জীবন ও সুন্দর দেশ গড়ে তুলতে পারি তা নির্ধারণ করতে পারব।"

বিশেষ অতিথি টিআইবি'র আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রিজওয়ান-উল-আলম সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "টিআইবি তরুণদেরকে সম্পৃক্ত করে দুর্নীতিবিরোধী নানা রকম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গত ৫ বছরে টিআইবি ১০ টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনে সহযোগিতা করেছে যার মাধ্যমে সারা দেশের প্রায় ১ হাজার বিতার্কিকের সাথে যোগসূত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।" তিনি বিতার্কিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

জেইউডিও'র মডারেটর ও ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এটি. এম. আতিকুর রহমান বলেন, "এই কার্যক্রমের মাধ্যমে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে যুক্ত করা হচ্ছে যারা আগামী দিনের দেশ নেতৃত্বের দায়ভার কাঁধে তুলে নেবে। আগামী দিনে এই জাতিকে, এই দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে তরুণরা। তাদেরকে যদি দুর্নীতির বাইরে রাখা যায় এবং যুক্তি, বুদ্ধি এবং মেধা চর্চার সাথে সম্পৃক্ত রাখা যায় তাহলে তারাই আগামী দিনে

এই দেশ ও জাতির পথপ্রদর্শক হবে। তরুণদেরকে সম্পৃক্ত করে যে প্রয়াসগুলো চলছে এগুলো অবশ্যই তাদের নেতৃত্ব বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।"

উদ্বোধনী পর্ব শেষে অধ্যাপক ড. এটি. এম. আতিকুর রহমান শিক্ষার্থীদেরকে টিআইবি'র দুর্নীতিবিরোধী শপথ পাঠ করান এবং এরই মাধ্যমে টিআইবি-জেইউডিও জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৫ এর মূল পর্ব শুরু হয়। তিনদিন একটানা বিতর্ক প্রতিযোগিতার নানা পর্ব চলতে থাকে। ৯ মে সন্ধ্যা ৬টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে শতাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে টিআইবি-জেইউডিও জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ২০১৫ এর স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের চূড়ান্ত পর্বের বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন, উপ-উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. খবির উদ্দিন, পরিচালক, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (জাবি), রফিকুল হাসান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, জেইউডিও'র মডারেটর এবং ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এটি. এম. আতিকুর রহমান এবং জেইউডিও এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবদুল্লাহ আহমেদ মামুন। সবশেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ দলের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেয়ার মাধ্যমে টিআইবি-জেইউডিও জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা' ২০১৫ এর সমাপনী ঘটে।

উল্লেখ্য ৯ মে সকাল সাড়ে ১০ টায় জেইউডিও'র মডারেটর অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. আতিকুর রহমান এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অমর একুশে' এর পাদদেশ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে মূল অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে ফিরে আসে। র‍্যালিতে দেড় শতাধিকবিতার্কিক ও জেইউডিও'র সদস্য এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশ নেন। এছাড়াও অডিটোরিয়াম এর করিডোরে চার দিনব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী কার্টুন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম বেগবান করতে দুদক ও টিআইবি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরো বেগবান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২৫ মে ২০১৫ দুদক কার্যালয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী গবেষণা, অ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বিশেষ করে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) এর অনুসরণে দুদক প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের সদস্যদের সক্ষমতা তৈরিতে দুদক ও টিআইবি একযোগে কাজ করবে।

সমঝোতা অনুযায়ী, প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে দুদক ও টিআইবি যৌথভাবে বিভিন্ন প্রতিরোধ, গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে পরস্পরকে সহায়তা করবে। এছাড়াও দুদক ও টিআইবি যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে স্থানীয় পর্যায়ে সততা সংঘের তরুণদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এলাকায় দুদকের অনুপ্রেরণায় গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'সততা সংঘে'র সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে দুদক ও টিআইবি যৌথভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এছাড়াও টিআইবি'র রিপোর্ট করাপশন ও এডভোকেসি এন্ড লিগ্যাল এডভাইস সেন্টার (এলাক) কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত দুর্নীতির তথ্যের আলোকে দুদক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ স্বাক্ষরিত হওয়ার দিন থেকে পরবর্তী ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

দুদক ও টিআইবি'র মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটি পাওয়া যাবে : www.ti-bangladesh.org/tibaccmou/

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক জিপিএসএ পুরস্কারে ভূষিত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বাংলাদেশে স্বচ্ছতা ও সুশাসনের জনদাবি সৃষ্টিতে অনন্য অবদানের জন্য বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল পার্টনারশীপ ফর সোশ্যাল একাউন্টিবিলিটি (জিপিএসএ) পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল থেকে ড. জামান ছাড়াও আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল থেকে সরকার ও সুশীল সমাজের আরো পাঁচজন ব্যক্তিত্ব প্রথমবারের মত প্রবর্তিত এই পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া একজনকে একটি বিশেষ আজীবন সম্মাননাও প্রদান করা হয়।

পুরস্কারের জন্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় বলা হয়, বাংলাদেশে প্রতিবাদের পরিসর সংকুচিত হওয়া সত্ত্বেও ড. জামান স্বচ্ছতা ও সুশাসনের জন্য জনমত গঠনে কান্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের ফলে টিআইবি এরই মধ্যে দেশে দুর্নীতিবিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক, আইনী এবং নীতি কাঠামোতে অনেকগুলো সফল উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছে। বিশেষত: দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সারাদেশে প্রায় ছয় হাজারেরও বেশী স্বেচ্ছাসেবীর দুটি বড় প্লাটফরম, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এবং ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপ গঠন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ড. জামান পুরস্কারটি সনাক, ইয়েস, স্বজন, ইয়েস ফ্রেন্ডস, ওয়াইপ্যাক এবং টিআইবি সদস্যদের উৎসর্গ করে বলেন, তাদের নিঃশর্ত অঙ্গীকার এবং নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই দেশে দুর্নীতিবিরোধী চেতনার প্রসার ঘটেছে। তিনি আরো বলেন, "দুর্নীতি এবং সুশাসনের ঘাটতির বিরুদ্ধে কাজ করা সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব পোষণ এবং আমরা যা বলি তা অনুশীলনে সত্যিকারের দৃঢ়তা প্রদর্শনের মাধ্যমেই যে কোন চ্যালেঞ্জকে সম্ভাবনায় রূপান্তরিত করা যায়।" তিনি বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের প্রসারে অব্যাহত সমর্থন প্রদানের জন্য টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ড, সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

টিআইবি'র বার্ষিক সদস্য সভা অনুষ্ঠিত

দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের প্রতি আহ্বান

দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি'র সদস্যরা। ১৩ জুন সকালে সংস্থার ধানমণ্ডিস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত টিআইবি'র সদস্যদের বার্ষিক সভায় এই আহ্বান জানানো হয়। একইসঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু না হওয়া, কালো টাকা বৈধের সুযোগ রাখা, মানব পাচার, জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব, গুম ও বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ড বৃদ্ধিতে সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

দুদক ও টিআইবি'র সমঝোতা স্মারকের উল্লেখ করে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে একযোগে কাজ করলে জনসাধারণকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করা সম্ভব হবে বলে সদস্যরা বার্ষিক সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। সম্প্রতি সংসদে উত্থাপিত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রসঙ্গে সদস্যরা নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য, উপদেষ্টা, সংসদ সদস্যসহ বিচারপতি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনীতিকদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ নিশ্চিত ও নিয়মিত হালনাগাদ করা; কালো টাকা সাদা করার সুযোগ সর্ম্পূণরূপে বিলোপ করা; মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধে এবং পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করা এবং কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ প্রকল্পকে নিরুৎসাহিত করতে সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের আচরণবিধি লঙ্ঘণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা, ভোট জালিয়াতি, কারচুপি এবং ভোট কেন্দ্র দখলে সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারায় নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দায়ী করেন সদস্যরা। এছাড়া সভায় টিআইবি'র সদস্যগণ জানুয়ারি - মার্চ মাসের রাজনৈতিক সংকট দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার পাশাপাশি সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি'র ট্রাস্টি এম. হাফিজ উদ্দিন খান। এতে সভাপতিত্ব করেন টিআইবি'র সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) ইমামুজ্জামান বীর বিক্রম, পিএসসি এবং সঞ্চালনা করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

এম. হাফিজ উদ্দিন খান তাঁর বক্তব্যে বলেন "টিআইবি'র কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশী। সুতরাং বিভিন্ন খাতের ওপর গবেষণা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষ করে তরুণদেরকে সম্পৃক্ত করে সবাই মিলে একসাথে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

বার্ষিক সদস্য সভা শেষে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। এতে ন্যায্যতা, সুশাসিত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমনে দরকার কার্যকর, স্বাধীন ও সক্ষম প্রতিষ্ঠান; ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জাতীয় সম্পদ ব্যবহারে জবাবদিহিতা; আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা; শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ; বিনিয়োগের নিরাপত্তা; জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা; জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন; নারী ও সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে আরো সক্রিয় ও উদ্যোগী হতে সরকারকে আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন – ২০১৫

এক মঞ্চে নির্বাচনের মেয়র প্রার্থীরা: স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং নাগরিকবান্ধব সিটি কর্পোরেশন গড়ার অঙ্গীকার

সনাক, চট্টগ্রাম মহানগর এবং সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর যৌথ উদ্যোগে আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে ১৯ এপ্রিল ২০১৫ চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে 'জনগণের মুখোমুখি মেয়র প্রার্থী' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেয়র পদের প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে চট্টগ্রাম মহানগরকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং নাগরিকবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। মেয়র প্রার্থীরা তাঁদের ভবিষ্যত কর্মসূচি উপস্থিত ভোটারদের সামনে তুলে ধরেন এবং নগরবাসীর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সনাক, চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুজন সম্পাদক এবং সনাক সদস্য ও সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট আখতার কবির চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সুজন-এর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক উমা চৌধুরী এবং সুজন চট্টগ্রামের সভাপতি ও সনাক-এর উপদেষ্টা প্রফেসর মো. সিকান্দার খান। অনুষ্ঠানে প্রার্থীদের অঙ্গীকারপত্র পাঠ করান সনাক-এর স্থানীয় সরকার বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া।

অনুষ্ঠানে উমা চৌধুরী বলেন, "মেয়র প্রার্থীরা সৎ সাহস দেখিয়ে জনগণের মুখোমুখি হয়েছেন। নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থীরা যখন স্বপ্ন দেখেন, সেই স্বপ্ন দলের বা নিজের জন্য না হয়ে যেন জনগণের স্বপ্ন হয় এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যেন জনগণের সেই স্বপ্ন পূরণে কাজ করেন।" তিনি ভোটারদেরকে জেনে, শুনে ও বুঝে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সৎ, যোগ্য এবং জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত না হওয়ার ফলে জনগণ চাহিদামাফিক নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য যাচাই করে প্রার্থী সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে শুনে ভোট দিতে হবে।" সনাক সভাপতি প্রকৌশলী মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, যারা জনগণের জন্য কাজ করবেন তারাই জনগণের মাঝে থাকবেন এবং জনগণের মুখোমুখি হবেন। ভোটাররা মেয়র প্রার্থীদের কাছে সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ নিরসন, নারী শিক্ষার অগ্রগতি এবং সন্ত্রাস ও মাদকাসক্তি নির্মূলে ব্যবস্থা নেয়া, ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ, নগরীর যানজট নিরসন, ফুটপাত

অবৈধ দখলমুক্ত করা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের পরিকল্পনা জানতে চান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেয়র প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে জনবান্ধব সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠায় ১৩ দফা দাবি সম্বলিত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। একইভাবে উপস্থিত নাগরিকরাও সঠিকভাবে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার শপথ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক ভোটারের মধ্যে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তথ্য এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের পূর্বে ভোটারদের করণীয় বিষয়ক প্রচারপত্র বিলি করে।

জনগণের মুখোমুখি হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া- ৩ আসনের সংসদ সদস্য

সনাক, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ৩০ এপ্রিল ২০১৫ 'জনগণের মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি' অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী জনগণের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সনাক সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু তাহের এর সভাপতিত্বে এবং সনাক সদস্য মোহাম্মদ আরজুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক সদস্য নন্দিতা গুহ। অনুষ্ঠানে সাংসদ র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী তাঁর দলের নির্বাচনী ইস্তেহার এবং এলাকায় ঘোষিত নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তুলে ধরেন। সাংসদ জানান, প্রতিশ্রুতি ছাড়াও মানুষের জন্য কাজ করা যায় তাই তিনি দুই দফা নির্বাচনে কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তিনি বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সর্বক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তা তুলে ধরার পাশাপাশি তাঁর নির্বাচনী এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও বিজয়নগর উপজেলার সম্পাদিত উন্নয়ন কাজের বর্ণনা দেন এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনাও ব্যক্ত করেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে স্থানীয় জনগণ সরকারি বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা তুলে ধরে এর প্রতিকারের দাবী জানান। এর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো পৌরসভা ও স্বাস্থ্যখাতে অব্যবস্থাপনা, গ্যাস সংযোগ পেতে অনৈতিক আর্থিক লেনদেন, সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড ইত্যাদি। এছাড়াও তারা সংসদ সদস্যের কাছে রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজে মাস্টার্স কোর্স চালু করা, শিশুদের জন্য পার্ক নির্মাণ, খাল খনন, যানজট নিরসন, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন দাবী জানান। র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি জনগণের করা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট ডিভিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. হাসান আলী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও বিজয়নগরের বিপুল সংখ্যক জনগণ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং সেবার মানোন্নয়নের দৃঢ় প্রত্যয় ৮৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসির সভাপতিবৃন্দের

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন ও সমন্বয় সাধনে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে করণীয় বিষয়ক সমন্বয় সভায় জামালপুরের ৮৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএসমি সভাপতিবৃন্দ স্কুলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সেবার মানোন্নয়নের সুপারিশ ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সনাক, জামালপুরের উদ্যোগে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা শিক্ষা অফিস, জামালপুর সদরের সহযোগিতায় ০৯ জুন ২০১৫ জামালপুর আইন মহাবিদ্যালয় মিলনায়তনে এসএমসি সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকবৃন্দের সাথে 'প্রাথমিক শিক্ষায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সেবার মানোন্নয়নসহ সমন্বয় সাধনে স্থানীয় পর্যায়ে করণীয়' শীর্ষক সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়। সনাক সহ-সভাপতি মাসুদা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল আলীম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে সদরের উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ মোখলেছ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। সভায় 'প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন ও সমন্বয় সাধনে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে করণীয়' বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রে উঠে আসা সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন পলাশগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রওশন আক্তার এবং জাতীয় পর্যায়ের সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন সনাক সদস্য মোস্তফা বাবুল। স্থানীয় পর্যায়ের সুপারিশমালার মধ্যে ছিল গ্রাম পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন করা, শিক্ষকদের কর্মস্থলে ৩ বছরের অধিক স্থায়ী না হওয়া, শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি, এসএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, অভিভাবকদের সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ, সকল স্কুলে দপ্তরী নিয়োগ ত্বরান্বিত করা, শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং বাড়ানো, সকল ধরনের তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়ের ভবন সম্প্রসারণ এবং পুরাতন ও

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান বন্ধ করা এবং নতুন ভবন নির্মাণে কাজ করা ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ের সুপারিশমালার মধ্যে ছিল উপবৃত্তির মাসিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, শিক্ষকদের বেতন স্কেল পৃথকীকরণ ও শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতন নির্ধারণ, শিক্ষানীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, বাল্যবিবাহ বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রতিটি বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী নিয়োগ দেয়া, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:৩০ করা, মাঠ পর্যায়ে চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন শতভাগ নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, বিদ্যালয়ের জমি দখলমুক্তকরণে উদ্যোগ গ্রহণ, বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যুতের সংযোগ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি। প্রধান অতিথি হিসেবে সভায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ ধরনের আয়োজনের জন্য সনাক-টিআইবিকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় সনাক-টিআইবি'র কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের অনুরোধ জানান।

মুক্ত আলোচনা পর্বে এসএমসি সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকবৃন্দ উপজেলা শিক্ষা অফিসে ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে তথ্যের প্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতা, উপবৃত্তির তালিকা প্রণয়ন ও বিতরণে স্বচ্ছতার অনুশীলন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে উদ্যোগ গ্রহণ, কার্যকর এসএমসি ও এসএমসি'র সকল কার্যক্রমে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সরকারি বিধি মোতাবেক

আর্থিক লেন-দেন সম্পাদন, শিক্ষকদের শূণ্যপদ পূরণ ও শিক্ষকদের পূর্ণকালীন উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি'র দায়িত্ব-কর্তব্য এবং কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক-এর শিক্ষা বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মীর আনছার আলী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর কার্যপত্র উপস্থাপন করেন সনাক সদস্য অধ্যাপক আবদুল হাই। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকমণ্ডলী, এসএমসি সভাপতি, সনাক সদস্য, গণমাধ্যমকর্মীসহ সনাক ও ইয়েস সদস্যবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে যৌথ উদ্যোগের আহ্বান

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সনাক, খুলনার উদ্যোগে ৩১ মে ২০১৫ খান জাহান আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'অভিভাবক সমাবেশ' এর আয়োজন করা হয়। সমাবেশে মায়েরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। সমস্যাসমূহের মধ্যে ছিল- ভূমিকম্পের কারণে বিদ্যালয় ভবনে ফাটল, শিক্ষার্থীদের সুপেয় পানীয় জলের সমস্যা, শৌচাগারের সমস্যা, বিদ্যালয়ে শিক্ষক সঙ্কট ইত্যাদি। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভাপতি জাকিরুল্লাহ খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থানা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন এবং মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সনাক খুলনা'র সভাপতি বেগম ফেরদৌসী আলী। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন সনাক সহ-সভাপতি রোজী রহমান, এসএমসি সদস্য এম এ আওয়াল, অ্যাডভোকেট সেলিনা আক্তার, নিরন্নাহার রুবি ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত রায়। সমাবেশে আলোচকগণ বলেন, অচিরেই বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করা হবে। বক্তাগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে সকলকে যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। থানা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্যাসমূহ সমাধান করা হবে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বেগম ফেরদৌসী আলী বলেন, বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। তিনি রোটারি ক্লাব-এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করে শিক্ষার্থীদের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন। সমাবেশে প্রায় ১০০ জন মা ও ২০ জন বাবা অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে সেবাগ্রহীতাদের মুখোমুখি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট পটুয়াখালী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সনাক, পটুয়াখালীর যৌথ উদ্যোগে ১৬ জুন ২০১৫ সেবাপ্রদানকারী ও সেবাগ্রহীতাদের মতবিনিময় সভা হাসপাতালের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সনাক সভাপতি মো. আবদুর রব আকন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সনাক-এর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক পীযূষ কান্তি হরি। সভায় সেবাগ্রহীতাগণ হাসপাতালের বিভিন্ন সেবা, সেবাসামগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রত্যাশা ও অপ্রাতুলতার বিষয় তুলে ধরেন। সেবাগ্রহীতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জাবাব দেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (ভারপ্রাপ্ত) ডা. মো. জিয়াউল করিম। হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পানি সরবরাহ, খাবার মান, ঔষধ সরবরাহ, জরুরি বিভাগে অতিরিক্তি অর্থ আদায়, বহির্বিভাগে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হাসপাতালে যে সকল সীমাবদ্ধতাসমূহ সেবাগ্রহীতাগণ উপস্থাপন করেন সেগুলো দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে কর্তৃপক্ষ উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করেন। পাশাপাশি জনবলের অভাবসহ হাসপাতালের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. মো. জয়নাল আবেদীন, ডা. মো. সেলিম মাতবর (রাশেদ), ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডা. মো. গোলাম কিবরিয়া উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সনাক সদস্য

জাহানারা হারুন, স্বজন সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সহিদুর রহমান, ডেপুটি নার্সিং সুপার খন্দকার আরিফ হোসেন, সিনিয়র স্টাফ নার্স মমতাজ বেগম, মেরী স্টোপস ক্লিনিক ম্যানেজার মিজানুর রহমান, সূর্যের হাসি ক্লিনিক ম্যানেজার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্যবৃন্দ।

দুর্নীতির শিকার এবং দুর্নীতির চাক্ষুস সাক্ষী ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ‘অ্যালাক’ কার্যক্রমের যাত্রা শুরু

দুর্নীতির শিকার বা দুর্নীতির চাক্ষুস সাক্ষী ব্যক্তির অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে করণীয় সম্পর্কে বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান করা, সচেতনতা তৈরি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সনাক রাঙ্গামাটি এবং লালমনিরহাটে অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাডভাইস সেন্টার (অ্যালাক) কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন এবং ভূমি ইস্যুতে সংঘটিত দুর্নীতির শিকার এবং দুর্নীতির চাক্ষুস সাক্ষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আইনি পরামর্শ প্রদানের জন্য ‘অ্যালাক’ কাজ করবে বলে বক্তারা সম্মিলিত সকলকে অবগত করেন। ‘অ্যালাক’ এর এই কার্যসূচনা অনুষ্ঠানে আয়োজকরা আরও বলেন, সনাকের চলমান তথ্য ও পরামর্শ সেবা কার্যক্রমকে আরও বাস্তবমুখী, জনসাধারণকে দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগ উত্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রতিকার পাবার প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ প্রদান এবং আইনগত ভিত্তির উপর দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে অ্যালাক কার্যক্রমের সূচনা। কার্যসূচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন আইনজীবী, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সনাক, স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্যরা। কার্যসূচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, আইনজীবী, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সনাক, স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্যরা।

রাঙ্গামাটি : সনাক, রাঙ্গামাটির উদ্যোগে ২ মে ২০১৫ রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে ‘অ্যালাক’ এর কার্যসূচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি চেয়ারম্যান বৃষ কেতু চাকমা। সনাক সভাপতি চাঁদ রায়ের সভাপতিত্বে অনষ্ঠিত কার্যসূচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহম্মদ সামস্‌উদ্দীন খালেদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজমুল হাসান, দুদক সহকারী পরিচালক মো. এরশাদ মিয়া। অ্যালাক বিষয়ক উপস্থাপনা এবং মুক্ত আলোচনার উত্তর প্রদান

করেন টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক উমা চৌধুরী। সনাক সদস্য ললিত সি. চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অ্যালাক উপ-কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, নেটওয়ার্ক তৈরি, সুস্পষ্ট আইনী পরামর্শ প্রদান এবং মানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই অ্যালাক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে বক্তারা মতামত ব্যক্ত করেন।

লালমনিরহাট : সনাক, লালমনিরহাটের উদ্যোগে লালমনিরহাট বার্নহার্ডট্ কিন্ডার গার্টেন মিলনায়তনে ১৮ মে ২০১৫ 'অ্যালাক' কার্যসূচনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লালমনিরহাট জেলার বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী অ্যালাক কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। সনাক সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. ময়জুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কার্যসূচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার টি এম মোজাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য

রাখেন অ্যালাক উপ-কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ইয়াছমিন আরা বেগম রিনা। অ্যালাক বিষয়ক উপস্থাপনা এবং মুক্ত আলোচনার উত্তর প্রদান করেন টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. রিয়াজ উদ্দিন খান। উপস্থিত অতিথিগণ বলেন, টিআইবি ও সনাক-লালমনিরহাট অ্যালাক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনগত পরামর্শ প্রদানের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

টিআইবি'র কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ডানিডা ও সিডা'র প্রতিনিধি দল

টিআইবি'র উন্নয়ন সহযোগী সিডা'র একটি প্রতিনিধি দল টিআইবি ও সনাক-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করার জন্য ১৬ জুন সনাক, রাঙ্গামাটির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সনাক এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে জানার জন্য প্রতিনিধি দলটি সনাকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রুপের সাথে মতবিনিময় করেন। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সনাক, স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্যদের সাথে মতবিনিময় এবং ঝগড়াবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মায়েদের সাথে শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা। সিডা টিমের মায়া এডফাস্ট ও মিয়া হেলেন সনাক, স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্য এবং মায়েদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ভূমিসহ স্থানীয় বিভিন্ন সেবাখাতের অবস্থা ও বিরাজমান সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। সভায় স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের ফলে যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে তা উপস্থাপন করেন রাঙ্গামাটির সনাক, স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্যবৃন্দ। প্রতিনিধি দলটি সনাক-এর দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের ফলে যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সনাক কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধি দলের সাথে উপস্থিত ছিলেন উর্ধ্বতন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ফজিলা খানমসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এছাড়া উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Danish International Development Assistance (DANIDA) এর তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৩১ মে ২০১৫ টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সনাক, বরিশালের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ড্যানিডা'র প্রতিনিধি দলের সাথে সনাক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সনাক, বরিশালের মতবিনিময় সভায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের প্রক্রিয়া ও এর

সম্ভাব্য ফলাফল বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট ডিভিশনের পরিচালক উমা চৌধুরী। এরপর প্রতিনিধি দল স্থানীয় পলাশপুর এলাকায় ইয়েস গণনাট্যদলের পরিবেশনায় পথনাটক 'আলোর পথে' উপভোগ করেন। একই দিন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে মায়েদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করতে প্রতিনিধি দল সদর উপজেলার বাটনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'মা সমাবেশ' এ অংশ নেন। সমাবেশে মায়েরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় উত্থাপন করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, এসএমসি সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, সনাক, স্বজন এবং ইয়েস সদস্যবৃন্দ। এরপর প্রতিনিধি দল তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে জন-অংশগ্রহণ ও জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ৮ নম্বর চাঁদপুরা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত 'উন্মুক্ত বাজেট ও জনগণের মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি' অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ করেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হেলাল উদ্দিন-এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে জনগণ ইউনিয়নের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের আহ্বান জানান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই জাতীয় অনুষ্ঠান নিয়মিত আয়োজনের অনুরোধ জানান।

একই দিন প্রতিনিধি দল সনাক, ইয়েস, স্বজন ও ইয়েস ফ্রেন্ডস এবং সনাক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের প্রক্রিয়া, ফলাফল ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সনাক সভাপতি, সনাক সহ-সভাপতিবৃন্দসহ অন্যান্য সদস্য, স্বজন ও ইয়েস সদস্যবৃন্দ, সিই বিভাগের পরিচালক উমা চৌধুরী, উর্ধ্বতন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক (সিই) ফজিলা খানম ও মো. হাসান আলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের আরএমও, সমাজসেবা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, চাঁদপুরা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টিআইবি'র কার্যক্রম উদ্বোধন

টিআইবি'র বর্তমান প্রকল্প 'বিবেক' এর ভূমি খাতের সেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রমের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে যথাক্রমে বরিশাল, গাজীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে এই কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এবং অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, নারী সংগঠন ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সনাক, স্বজন ও ইয়েস সদস্য এবং টিআইবি কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের মূল্যবান সুপারিশ তুলে ধরেন।

বরিশাল: সনাক, বরিশালের আয়োজনে ৬ এপ্রিল ২০১৫ শহরের বিডিএস মিলনায়তনে সনাক সভাপতি প্রফেসর এম মোয়াজ্জেম হোসেন এর সভাপতিত্বে ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক সদস্য মানবেন্দ্র বটব্যাল। অনুষ্ঠানে মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি'র আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক রিজওয়ান-উল-আলম। টিআইবি'র সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. হাসান আলী টিআইবি'র বর্তমান বিবেক প্রকল্পে ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'টিআইবি'র কার্যক্রম বিষয়ক উপস্থাপনা' তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা রেজিস্ট্রার নৃপেন্দ্র নাথ

সিকদার ও বরিশাল সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবদুর রউফ মিয়া। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক বলেন, আমাদের দেশের ভূমি বিষয়ক আইনগুলো অনেক পুরোনো। এসব আইনের সংস্কার করতে হবে এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করতে হবে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সনাক সদস্য শুভংকর চক্রবর্তী।

গাজীপুর : সনাক, গাজীপুরের উদ্যোগে ২০ এপ্রিল ২০১৫ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আয়োজিত ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

কার্যক্রম সূচনা অনুষ্ঠানটি সনাক সভাপতি প্রফেসর মো. আয়েশ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসক মো. নূরুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. মহসীন। ভূমি খাতে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গাজীপুর জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করায় টিআই-বিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ভূমি খাতে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি স্বচ্ছতা আনা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয় সে বিষয়ে অনেক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ভূমি খাতে সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই গঠন কাঠামোতে আনতে পারলে সেবা গ্রহণ আরও সহজ হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক-এর ভূমি বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও সনাক সহ-সভাপতি প্রফেসর এম এ বারি। ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি'র কার্যক্রম বিষয়ক সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন টিআইবি'র সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার-সিই রিয়াজ উদ্দিন খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সনাক সদস্য মুকুল কুমার মল্লিক।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : সনাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আয়োজনে ২৩ এপ্রিল ২০১৫ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর। সনাক সভাপতি সেলিনা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাক-এর ভূমি বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম রেজা। বিবেক প্রকল্পে ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'টিআইবি'র কার্যক্রম বিষয়ক উপস্থাপনা' তুলে ধরেন টিআইবি'র সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. রিয়াজ উদ্দিন খান। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক বলেন, জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলে দুর্নীতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। ভূমি খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সনাক-টিআইবি'র গৃহীত কার্যক্রম সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া জেলা প্রশাসক ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের সেবা সম্পর্কিত তথ্য উন্মুক্ত স্থানে টানিয়ে দেয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল ধরনের প্রাপ্য সেবা প্রদানের জন্য সহকারী

কমিশনার (ভূমি) কে অনুরোধ জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সনাক-এর ভূমি বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ন. স. ম. মাহবুবুর রহমান মিন্টু।

ঢাকা ইয়েস নাট্যদলের প্রযোজনাভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৫ থেকে ৩০ এপ্রিল ঢাকা ইয়েস নাট্যদলের প্রযোজনা ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার বিভিন্ন ইয়েস গ্রুপের ১৮ জন সদস্য কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে টিআইবি'র আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রিজওয়ান-উল-আলম উপস্থিত থেকে ইয়েস সদস্যদের কর্মশালার প্রয়োজনীয়তা এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিশেষ করে পথনাটকের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ৫ দিন ব্যাপি এ কর্মশালায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ইউসুফ হাসান অর্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক সুদীপ চক্রবর্তী, আবৃত্তি শিল্পী মাহমুদা আখতার, নাট্য নির্দেশক শাহীনুর রহমান এবং নাট্য শিল্পী মোহাম্মদ ইশাক ফারুকী প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন।

কর্মশালায় উন্নয়ন নাটকের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে ইয়েস সদস্যদের ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি একটি পথনাটক নির্মাণ করা হয়। বর্তমান ঢাকা মহানগরের প্রধানতম সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে ভূমি খাতের দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। ভূমি খাতে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি বিশেষ করে রেজিস্ট্রেশন, নামজারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণের হয়রানি ও ঘুষ আদান প্রদানের নানা চিত্র নাটকটিতে উঠে এসেছে। পাশাপাশি অবৈধভাবে সরকারের খাস জমি ও জলাশয় বেদখল হয়ে যাচ্ছে। পেশিশক্তির বলে জমি দখল করে নিচ্ছে ভূমিদস্যুরা। এসব অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশাসন নীরব। তাদের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

কর্মশালার শেষ দিন ৩০ এপ্রিল ঢাকা ইয়েস নাট্যদলের ৬ষ্ঠ প্রযোজনা 'বেড়াজাল' এর কারিগরী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী শেষে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান সাম্প্রতিক সময়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচন করায় ইয়েস সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, শুধুমাত্র ঢাকা নয় বরং ভূমি খাতে ব্যাপক অনিয়ম সারাদেশে বেড়েই চলেছে। এ নাটকটি সাধারণ জনগণকে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

২০০৯ সাল থেকে ঢাকা ইয়েস নাট্যদল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য অধিকার আইন, নদী দূষণ, নদী দখল ইত্যাদি ইস্যুতে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন জনবহুল স্থানে নাটক পরিবেশন করে আসছে। নতুন নির্মিত 'বেড়াজাল' নাটকটিও একইভাবে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হবে।

পথনাটকের মাধ্যমে ঢাকা ইয়েস নাট্যদলের প্রতিরোধের আহ্বান

নাটক হল এমন শিল্প মাধ্যম যেখানে সকল প্রকার বৈষম্য ও দুর্নীতিবিরোধী বক্তব্য খুব সুচারুভাবে সতর্কতার সাথে সরাসরি দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা যায়। মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দিতে এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে পথনাটক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পথনাটকের মাধ্যমে দর্শক এবং নাট্যশিল্পীদের মধ্যে একটি নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে যা আরেকবার প্রমাণিত হল গত ২৮ মে উত্তরায়। এইদিন রাজধানীর উত্তরা হাউজ বিল্ডিং এলাকায় পথের ধারে পরিবেশিত হল ঢাকা ইয়েস নাট্যদলের নতুন নাটক 'বেড়াজাল'। নাটক শেষে একজন দর্শক ছুটে এসে নাট্যকর্মীদের বলতে থাকেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। তিনি উপস্থিত দর্শকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান ।

ঢাকার বিভিন্ন ইয়েস গ্রুপের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত ঢাকা ইয়েস এটি ৬ষ্ঠ প্রযোজনা। ২৮ মে ছিল 'বেড়াজাল' এর প্রথম প্রদর্শনী। ঢাকা শহরে ভূমিগ্রাসীদের তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং ভূমি খাতে সুশাসনের দাবি নিয়ে নাটকটির কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। ভূমি খাতে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি বিশেষ করে রেজিস্ট্রেশন, নামজারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণের হয়রানি ও ঘুষ আদান প্রদানের নানা চিত্র নাটকটিতে উপজীব্য করা হয়েছে। পাশাপাশি অবৈধভাবে সরকারের খাস জমি ও জলাশয় বেদখল হয়ে যাচ্ছে। পেশিশক্তির বলে জমি দখল করে নিচ্ছে ভূমিদস্যুরা। এসব অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশাসন নীরব। তাদের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি বছর ব্যাপি ঢাকার বিভিন্ন জনবহুল স্থানে পরিবেশন করবে। নাটকটি পরিবেশনের মূল উদ্দেশ্য ভূমি খাতে দুর্নীতির বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা।

ঢাকা ইয়েস-১ এর বিবেক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

৩০ জুন টিআইবি কনফারেন্স রুমে ঢাকা ইয়েস-১ এর আয়োজনে 'বিবেক' প্রকল্প বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে বিবেক প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়। উপস্থাপনা শেষে মুক্ত আলোচনা পর্বে ইয়েস সদস্যরা এ সব বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেন।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতিবিরোধী কার্টুন প্রদর্শনী ও গেম শো অনুষ্ঠিত

গত ১৪-১৫ জুন, ২০১৫ তারিখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট প্রোগামের আওতায় ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়েস গ্রুপ কার্টুন প্রদর্শনী ও গেম শো'র আয়োজন করে। 'জাগ্রত বিবেক, দুর্জয় তারুণ্য, দুর্নীতি রুখবেই' স্লোগানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হওয়ার জন্য দুইদিন ব্যাপি এ আয়োজন করে টিআইবি। একইসাথে ইয়েস গ্রুপের নতুন সদস্যও আহ্বান করা হয় এ অনুষ্ঠানে।

উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আহমেদ শফি। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়েস মডারেটর বিবিএ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কামরুল হাসান। ২৫০০-এর বেশি শিক্ষার্থী কার্টুন প্রদর্শনী ও ৪৫০ জন শিক্ষার্থী গেম শো'তে অংশগ্রহণ করে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সোচ্চার হবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে এ ধরণের অনুষ্ঠান আরো বেশি আয়োজন করার আহ্বান জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

শোক সংবাদ

এপ্রিল-জুন ২০১৫ সময়কালে আমরা একজন সনাক সদস্য এবং একজন ইয়েস সদস্যকে হারিয়েছি। তাঁদের মৃত্যুতে টিআইবি পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ড ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সকল কর্মী, দেশের ৪৫টি এলাকার সনাক, স্বজন, ইয়েস, ইয়েস ফ্রেন্ডস, ঢাকা ইয়েস, ওয়াইপ্যাক এর সদস্যসহ সকলের পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে তাঁদের অবদান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

খোন্দকার আবু সাঈদ, সদস্য, সনাক, ঝিনাইদহ: সনাক, ঝিনাইদহের অন্যতম প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খোন্দকার আবু সাঈদ (জন্ম ০৭ মার্চ ১৯৩৬) অসুস্থতাজনিত কারণে ১ জুলাই ২০১৫ নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০০৫ সালে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় সনাক, ঝিনাইদহ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন পরিচালনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত মুখ খোন্দকার আবু সাঈদ একাধারে শিক্ষাবিধ, সমাজসেবী, কবি-সাহিত্যিক ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী ছিলেন। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে খোন্দকার আবু সাঈদ এর অবদান আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

আদনান মেহেমুদ এভি, ইয়েস সদস্য, সনাক-চট্টগ্রাম মহানগর: সনাক, চট্টগ্রাম মহানগরের ইয়েস সদস্য আদনান মেহেমুদ এভি ৩১ মার্চ ২০১৫ চট্টগ্রাম শহরের ও. আর. নিজাম রোডস্থ মেডিকেল সেন্টারে মস্তিস্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২৪ বছর। আদনান মেহেমুদ এভি ২০১৩ সাল থেকে সনাক, চট্টগ্রাম মহানগরের ইয়েস সদস্য হিসেবে কাজ করেন। ইয়েস কার্যক্রমে তার অবদান, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ইয়েস সদস্য থাকাকালীন সময় তিনি ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে সভা, মা সমাবেশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন এবং দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

শেষ পাতা

ওয়েভস

নির্বাহী সম্পাদক: রিজওয়ান-উল-আলম

সম্পাদনা পরিষদ: শাহজাদা এম. আকরাম, জাহিদুল ইসলাম, খালেদা আক্তার, শাহানাজ মমতাজ বিথী,সৈয়দা আমিরুন নূজহাত ও ইয়াসমীন আরা বেবী

সহযোগিতায়: লিপি আমেনা, বরকত উল্লাহ বাবু, জামিলা বুপাশা, ওয়াসিম রেজা চৌধুরী, মো: মনিরুজ্জামান ও মাসুম বিল্লাহ

ওয়েভস: টিআইবি নিউজলেটার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি- ০৫, রোড- ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh